CBCS POLITICAL SCIENCE (HONOURS) 5TH SEM
CC-11: CLASSICAL POLITICAL PHILOSOPHY
TOPIC 4 : HOBBES

BY- SHYAMASHREE ROY, ASSISTANT PROF, DEPT OF POL.SC.

টমাস হবস

1588-1679, টমাস হবস আধুনিক ইংল্যান্ডের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়কালে বসবাস করেছিলেন: ইংরেজ গৃহযুদ্ধ, 1642-1648 থেকে শুরু হয়েছিল। এই সংঘাতকে সর্বাধিক সাধারণভাবে বর্ণনা করার জন্য, এটি ছিল রাজা এবং তার সমর্থকদের মধ্যে এক সংঘর্ষ, এক রাজতন্ত্রের traditional কর্তৃত্বকে প্রাধান্য দেওয়া রাজা এবং সংসদ সদস্যরা, বিশেষত অলিভার ক্রোমওলের নেতৃত্বে নেতৃত্বদানকারী, যিনি আরও ক্ষমতা দাবি করেছিলেন। অর্ধ-গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সংসদের। হবস এই দুটি দলের মধ্যে একটি আপসকে প্রতিনিধিত্ব করে। একদিকে তিনি কিংয়ের ডিভাইন রাইটের তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, যা রবার্ট ফিল্মার তাঁর পিতৃপক্ষ বা ন্যাচারাল পাওয়ার অফ কিংসের মাধ্যমে অত্যন্ত প্রকাশ্যভাবে প্রকাশ করেছেন, (যদিও জন ফিলকে সরাসরি খণ্ডন করার জন্য জন লকের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে)। ফিল্মারের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা যায় যে একজন রাজার কর্তৃত্ব তাঁর মধ্যে or god দ্বারা বিনিয়োগ করা হয়েছিল (বা সম্ভবত: তার) authority এই কর্তৃত্ব নিরঙ্কুশ, এবং তাই রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার ভিত্তি Godশ্বরের সম্পূর্ণ বাধ্যবাধকতার বাধ্যবাধকতার মধ্যে পড়ে। এই মতামত অনুসারে, তখন রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা ধর্মীয় বাধ্যবাধকতার অধীনে গৃহীত হয়। অন্যদিকে, সংসদ সদস্যদের দ্বারা গৃহীত প্রাথমিক গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিও হবস প্রত্যাখ্যান করেছেন, সংসদ এবং রাজার মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করে নেওয়া উচিত। এই উভয় মতামত প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে, হোবস এমন একজনের ভিত্তি দখল করেছেন যিনি উভয় উগ্রবাদী এবং রক্ষণশীল। তাঁর যুক্তি, মূলত তার সময়ের জন্য, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব এবং বাধ্যবাধকতা সমাজের সদস্যদের স্ব স্ব স্বার্থের উপর ভিত্তি করে যারা একে অপরের সমান বলে বিবেচিত হয়, অন্য কোনও ব্যক্তির বাকী রাজত্ব করার জন্য কোনও অপরিহার্য কর্তৃত্বের সাথে বিনিয়োগ করা হয়নি, একই সঙ্গে রক্ষণশীল অবস্থান বজায় রাখার সময় যে সমাজকে বেঁচে থাকতে হলে সম্রাট, যাকে তিনি সার্বভৌম বলে অভিহিত করেছিলেন, তাকে অবশ্যই পরম কর্তৃত্ব দেওয়া উচিত।

হবিসের রাজনৈতিক তত্ত্বটি দুটি অংশে নেওয়া হলে সবচেয়ে ভালভাবে বোঝা যায়: মানব অনুপ্রেরণার তত্ত্ব, মনস্তাত্ত্বিক অহমিকা এবং তাঁর সামাজিক চুক্তির তত্ত্ব, অনুমানের স্টেট অফ প্রকৃতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। হবিস প্রথম এবং সর্বাগ্রে মানব-প্রকৃতির একটি নির্দিষ্ট তত্ত্ব রয়েছে, যা নৈতিকতা ও রাজনীতির একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেয়, যেমনটি তাঁর দার্শনিক

মাস্টারপিস, লিভিয়াথনে 1651 সালে প্রকাশিত হয়েছিল। বৈজ্ঞানিক বিপ্লব, তার গুরুত্বপূর্ণ নতুন আবিষ্কারের সাথে প্রকৃতির সর্বজনীন আইন অনুসারে মহাবিশ্বের বর্ণনা ও পূর্বাভাস উভয়ই হতে পারে, হব্‌সকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল। তিনি মানব প্রকৃতির একটি তত্ত্ব সরবরাহ করার চেষ্টা করেছিলেন যা জড়িত মহাবিশ্বের বিজ্ঞানগুলিতে যে আবিষ্কারগুলি ঘটেছিল তার সমান্তরাল হবে। তাঁর মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বটি যান্ত্রিকতার দ্বারা অবহিত করা হয়েছে, সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি যে মহাবিশ্বের সমস্ত কিছুই গতিযুক্ত পদার্থ ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা উত্পাদিত হয়। হবসের মতে এটি মানুষের আচরণে প্রসারিত। মানবিক ম্যাক্রো-আচরণকে নির্দিষ্ট ধরণের মাইক্রো-আচরণের প্রভাব হিসাবে যথাযথভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে, যদিও এর পরের কিছু আচরণ আমাদের কাছে অদৃশ্য। সুতরাং, হাঁটাচলা, কথা বলা এবং এই জাতীয় আচরণগুলি আমাদের ভিতরে অন্য ক্রিয়াকলাপ দ্বারা তৈরি হয়। এবং এই অন্যান্য ক্রিয়াকলাপগুলি নিজেরাই আমাদের দেহগুলির সাথে অন্য মৃতদেহের সাথে, মানুষের বা অন্যথায় মিথস্ক্রিয়া দ্বারা সৃষ্ট হয়, যা আমাদের মধ্যে কারণ ও প্রভাবের নির্দিষ্ট শৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং অবশেষে আমরা মানুষের আচরণের জন্ম দেয় যা আমরা স্পষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারি। হবস এর দৃষ্টিকোণ থেকে, আমরা মূলত খুব জটিল জৈব মেশিন, যান্ত্রিকভাবে এবং মানব প্রকৃতির সার্বজনীন আইন অনুসারে বিশ্বের উদ্দীপনা জবাব দিচ্ছি।

একচেটিয়াভাবে স্ব-আগ্রহী হওয়ার পাশাপাশি, হবস যুক্তিও দেয় যে মানব যুক্তিযুক্ত। তাদের মধ্যে যথাসম্ভব দক্ষতা এবং সর্বাধিকভাবে তাদের আকাঙ্ক্ষার অনুসরণ করার যুক্তিসঙ্গত ক্ষমতা রয়েছে। তাদের কারণ, মূল্যের বিষয়গত প্রকৃতির কারণে তাদের প্রদত্ত প্রান্তগুলি মূল্যায়ন করে না, বরং এটি কেবল "স্কাউটস এবং স্পাইস" হিসাবে কাজ করে বিদেশে সীমাবদ্ধ করতে এবং পছন্দসই জিনিসগুলির পথ সন্ধান করে"। যৌক্তিকতা নিখুঁতভাবে সহায়ক। এটি যোগ করতে এবং বিয়োগ করতে পারে এবং একে অপরের সাথে সংখ্যার তুলনা করতে পারে এবং এর ফলে আমাদের যে প্রান্তে পৌঁছতে পারে তার সর্বোত্তম উপায় নির্ধারণের ক্ষমতা আমাদের দেয়।

মানব প্রকৃতির এই প্রাঙ্গণ থেকে, হোবস কেন আমাদের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের কাছে নিজেকে উত্সর্গ করতে ইচ্ছুক হওয়া উচিত তার জন্য একটি উস্কানিমূলক এবং জোরালো যুক্তি তৈরি করে। তিনি সমাজ প্রতিষ্ঠার আগে প্রকৃতি রাজ্যর আগে কোনও পরিস্থিতিতে ব্যক্তিদের কল্পনা করেই এটি করেন।

হবসের মতে, রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার যৌক্তিকতা হ'ল পুরুষরা স্বভাবতই স্বার্থান্বেষী, তবুও তারা যুক্তিবাদী, তারা নাগরিক সমাজে বাঁচতে সক্ষম হওয়ার জন্য কোনও সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের কাছে বশ্যতা বেছে নেবে, যা তাদের নিজস্ব স্বার্থের পক্ষে সহায়ক। হবিস পুরুষদের তাদের প্রাকৃতিক অবস্থা বা অন্য কথায়, প্রকৃতি রাজ্যের কল্পনা করে এর পক্ষে যুক্তি দেয়। প্রকৃতি রাজ্যে, যা হবসের মতে খাঁটি অনুমানমূলক, পুরুষরা স্বাভাবিকভাবেই এবং একচেটিয়া স্বার্থান্বেষী, তারা একে অপরের সমান বা কম সমান, (এমনকি সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষও তার ঘুমে মারা যেতে পারে), সীমিত সংস্থান রয়েছে , এবং এখনও কোনও শক্তি পুরুষদের সহযোগিতা করতে বাধ্য করতে সক্ষম নয়। প্রকৃতি রাজ্যে এই শর্তগুলি দেওয়া, হবস সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে প্রকৃতি রাজ্যটি অসহনীয়ভাবে নির্মম হবে। প্রকৃতি রাজ্যে, প্রতিটি ব্যক্তি সর্বদা

অন্যের কাছে প্রাণ হারানোর ভয়ে থাকে। তাদের চাহিদা বা আকাঙ্ক্ষার দীর্ঘমেয়াদী সন্তুষ্টি নিশ্চিত করার কোনও ক্ষমতা নেই।

নৈতিক ও রাজনৈতিক দর্শনে, সামাজিক চুক্তি একটি তত্ত্ব বা মডেল যা আলোকিতকরণের যুগে উদ্ভূত হয়েছিল এবং সাধারণত ব্যক্তির উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের বৈধতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। সামাজিক চুক্তির যুক্তিগুলি সাধারণত পোক্ত করে যে ব্যক্তিরা তাদের কিছু স্বাধীনতা আত্মসমর্পণ করতে এবং তাদের বাকী অধিকার সংরক্ষণ বা রক্ষণাবেক্ষণের বিনিময়ে কর্তৃপক্ষের (শাসকের, বা সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তে) জমা দেওয়ার জন্য সম্মতি জানিয়েছে সামাজিক ব্যবস্থা। প্রাকৃতিক এবং আইনি অধিকারের মধ্যে সম্পর্ক প্রায়শই সামাজিক চুক্তি তত্ত্বের একটি বিষয়। এই শব্দটির নাম দ্য সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট, জিন-জ্যাক রুসোর একটি 1762 বই থেকে এই ধারণাটি নিয়ে আলোচনা করেছে। হবসের মতে, প্রকৃতির রাজ্যের ব্যক্তিদের জীবন ছিল "নির্জন, দরিদ্র, কদর্য, বর্বর এবং সংক্ষিপ্ত", এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে স্বার্থ এবং অধিকার ও চুক্তির অভাবে "সামাজিক" বা সমাজকে বাধা দেয়। জীবন ছিল "অরাজক" (নেতৃত্ব বা সার্বভৌমত্বের ধারণা ছাড়াই)) প্রকৃতি রাজ্যের ব্যক্তিরা ছিলেন অপরাজনীয় এবং অসামান্য। প্রকৃতির এই রাষ্ট্রটি সামাজিক চুক্তি অনুসরণ করে।

সামাজিক চুক্তিটিকে "ঘটনা" হিসাবে দেখা হয়েছিল যার সময়কালে ব্যক্তিরা একত্রিত হয়ে তাদের কিছু স্বতন্ত্র অধিকারকে বঞ্চিত করে তোলে যাতে অন্যরা তাদের দমন করতে পারে এর ফলে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এখন তার শাসনের অধীনে থাকা ব্যক্তিদের মতো একটি সার্বভৌম সত্তা ব্যবহৃত হত, যা সামাজিক মিথস্ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন তৈরি করবে। মানবজীবন আর "সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ" ছিল না। এই সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রয়োগ ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করা যায় না, কারণ অভিভাবকের সার্বভৌম শক্তি ব্যক্তিদের সুরক্ষার জন্য তাদের নিজস্ব সার্বভৌম ক্ষমতা আত্মসমর্পণ করে। ব্যক্তিরা এর দ্বারা সার্বভৌম কর্তৃক গৃহীত সমস্ত সিদ্ধান্তের লেখক, "যে ব্যক্তি তার সার্বভৌম পক্ষ থেকে আঘাতের অভিযোগ করেন তিনি অভিযোগ করেন যে তিনি নিজেই লেখক, এবং সুতরাং তাকে নিজের ব্যতীত অন্য কাউকে দোষী করা উচিত নয়, কারণ নিজেরাই আঘাতের কারণ নয় নিজের ক্ষতি করা অসম্ভব "। হবসের আলোচনায় ক্ষমতা বিচ্ছিন্ন করার মতবাদ নেই। হবসের মতে, সার্বভৌমকে অবশ্যই নাগরিক, সামরিক, বিচারিক এবং ধর্মীয় শক্তি, এমনকি শব্দগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, যা সামাজিক চুক্তি থেকে বেড়ে ওঠে, তাও ছিল অরাজকতা (নেতৃত্ব ছাড়াই)। প্রকৃতি রাজ্যের ব্যক্তিরা যেমন সার্বভৌমত্ব লাভ করেছিল এবং এভাবে স্বার্থ এবং অধিকারের অভাবে পরিচালিত হয়েছিল, তেমনি রাষ্ট্রগুলি এখন একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় তাদের স্বার্থে কাজ করেছিল। প্রকৃতির রাষ্ট্রের মতোই রাষ্ট্রগুলিও দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়তে বাধ্য হয়েছিল কারণ রাষ্ট্রের উপরে ও তার চেয়ে বেশি কোনও সার্বভৌম ছিল না (অধিকতর শক্তিশালী) জোর করে প্রত্যেককে সামাজিক-চুক্তি আইন হিসাবে কিছু ব্যবস্থা আরোপ করতে সক্ষম। প্রকৃতপক্ষে, হবসের কাজ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বাস্তববাদী তত্ত্বগুলির

ভিত্তি হিসাবে কাজ করতে সহায়তা করেছিল, যা ই। এইচ। কার এবং হ্যান্স মরজেন্টাউ দ্বারা উন্নত ছিল।